-2)

c) Give an account of the story Manumatsyakatha and add a critical note on its origin.

ব্রাহ্মণ গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত এবং আখ্যান বহুল শতপথ ব্রাহ্মণটি অর্বাচীন কালীন রচনা হলেও বিভিন্ন কারণেই বৈদিক সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শুক্লযজুর্বেদের মাধ্যন্দিন ও কণ্ব উভয় শাখার শতপথেই এই মনুমৎস্য উপাখ্যানটি পাওয়া যায়। উক্ত ছোট মৎস্য কথার নানা রূপ মহাপ্লাবন কথা রূপে ভারতীয় সাহিত্যে তথা ভারত বাইরের প্রাচীন সাহিত্য গুলিতেও বিস্ময়কর গুরুত্বে আসীন। শতপথ ব্রাহ্মণের প্রথম ছয়টি অনুচ্ছেদে আখ্যানটি যেভাবে পাওয়া যায় তা হল—

একদিন সকালে ঋষি মনু যখন হস্তপ্রক্ষালন রত সে সময় একটি ছোট মাছ জলের সঙ্গে তাঁর হাতে এসে পড়ল। হাতে পড়েই সে মানুষের গলায় বলে উঠল যে মনু যেন তাকে রক্ষা করেন ও পালন করেন। প্রতিদানে সেও মনুকে ভবিষ্যতে রক্ষা করবে। সে আরও জানাল যে ভবিষ্যতে মহাপ্লাবনে সমস্ত প্রাণী কুল যখন ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, সেই মহাপ্লাবন থেকে সে মনুকে রক্ষা করবে। মনুর প্রশ্নের উত্তরে সে আর জানাল যে যতদিন সে ছোট থাকবে ততদিন তার মহাভয়, কেননা জলাশয়ে বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্র মৎস্যকে গিলে ফেলে। অতএব এখন তাকে কুম্ভের মধ্যে রক্ষা করা হোক। আকার বেড়ে উঠলে একটি গর্ত খুঁড়ে পালন করা হবে, অতঃপর বৃহদাকার ধারণ করলে তখন মনু তাকে সমুদ্রে ছেড়ে দিয়ে আসবেন। তখন তাকে বিনাশ করা আর সম্ভব হবে না।

মনু তার কথামত কাজ করলে মাছটি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল। কারণ জলচরেরা দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তার পর মাছটি বলেছিল যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীতে মহাপ্লাবন আসবে, মনু যেন সে সময়

নৌকা প্রস্তুত করে তার জন্য অপেক্ষা করেন। মাছের কথামত পৃথিবীতে একদিন মহাপ্লাবন এল। মাছ ও তাঁর শিং দিয়ে মনুর কাছে এলে নৌকায় বাঁধা দড়িটি শিঙের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে প্লাবন অতিক্রম করে মনুকে উত্তর পর্বতে উপস্থিত হল। নৌকাটিকে বেঁধে দিল একটি গাছে এবং মনুকে নির্দেশ দিল যখন জল নেমে যাবে তখনই যেন মনু অবতরণ করেন। উত্তর পর্বতের সেই স্থান তখন থেকেই মনুর অবতরণ মার্গ 'মনোরবসর্পণম্' নামে পরিচিত। বন্যার মধ্যে লীলায় সমস্ত প্রাণীই ভেসে গেছিল, মাছের দয়ায় বেঁচে গিয়েছিলেন ঋষি মনু।

ভারতীয় সাহিত্যে যুগ যুগ ধরে মহাভারতে এবং অন্যান্য ১৫টি পুরাণে এই কাহিনী বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কাহিনীর শাখা প্রশাখা পল্লবিত হয়েছে। অধ্যাপক সূর্যকান্ত দেখিয়েছেন যে শুধু পুরাণ সাহিত্য নয়, প্রাচীন উপজাতি সমূহ যেমন কোল, ভীল, সাঁওতাল, এমনকি অসমের জনজাতিদের মধ্যেও এই কাহিনী নানাভাবে প্রচলিত ছিল। তিনি আরও দেখিয়েছেন বহু বর্ষ আগে এই মহাপ্লাবন কথা 'প্রাচ্যেও প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ২১০০ শতকে ব্যাবিলনের সম্রাট হামুরাবির সময় সুমেরীয় ভাষায় প্রাচ্যে বন্যার কাহিনী ছড়িয়ে গিয়েছিল, অতঃপর গিলগামেস মহাকাব্যে (খ্রীঃ পূঃ ১৬শত শতক) তার পর সেখান থেকে হিব্রু ওল্ড টেস্টামেন্টের বিখ্যাত মহাপ্লাবন কথা জেনেসিস গ্রন্থে, সেখান থেকে বার্মা, গ্রীস, আইসল্যান্ড, ওয়েলস, লিথুয়ানিয়া, সুমাত্রা, বোর্নিও, ফিলিপিন্স নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়া, চীন ও নর্থ আমেরিকাতেও এই কাহিনীর নতুন নতুন রূপ যুগে যুগে সাহিত্যে করা নির্মাণ করেছেন।

এখানে বিচারণীয় যে শতপথ ব্রাহ্মণের এই বিখ্যাত মহাপ্লাবন রীতি কথার কোন বীজ ঋগ্বেদে যা অন্যত্র বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় কিনা, মহাপ্লাবনের এই রীতিকথার শুরু কি ভারতে নাকি প্রাচ্যে এবং প্রথম কোথায়?

বিস্ময়কর হলেও সত্য যে এমন মহাপ্লাবনের আখ্যায়িকা যা ভারতীয় পুরাণ সাহিত্যে এত পল্লবিত ও মহত্ত্ব অর্জন করেছে, শতপথ ব্রাহ্মণের পূর্বে তার কোন পূর্ব পরিচয় বৈদিক সাহিত্যে স্পষ্ট করে উল্লেখিত নেই। ঋগ্বেদের বরুণ সূক্তে ঋষি বশিষ্ঠের স্তুতি করনে একটি প্রাচীন বন্যাও নৌকারোহণের প্রসঙ্গ আছে। এই প্রসঙ্গ বশিষ্ঠের স্তুতি করনে কে কেউ কেউ মহাপ্লাবন কথার পূর্ব পরিচয় বলে মনে করেন। সেখানে

Scanned by CamScanner

ঋষি বলেছেন - যখন তিনিও বরুণদেব সমুদ্র মাঝে নৌকাতে বসে ছিলেন, তখন সে বরুণ নিমিষেই নৌকাতে দোলায় বক্ষ ধারণ করেছিলেন, মনে রাখতে হবে প্লাবনের ইতিবৃত্তের সাথে কয়েকটি মৌলিক বিষয়সম্পৃক্তিতে এক জন মানুষ, তার রক্ষক, একটি নৌকা, সমুদ্র ও আরোহণস্থান এই সূত্রে সেগুলোর ইঙ্গিত সামান্য হলেও আছে। আর শতপথ ব্রাহ্মণের গল্পে বরুণের নামও আছে। তথাপি [illegible] ব্রাহ্মণের আগেরও পরে নিশ্চিত রূপে বলা মুশকিল।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মহাপ্লাবনের ইতিকথা ভারতের বাইরে ও বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রাচীন সাহিত্যে ও লোক সংস্কৃতিতে বর্তমান। এদের প্রাচীনতম রূপ বলা হয় খ্রীঃ পূর্ব ২১০০ সালে সম্রাট হাম্মুরাবির সময় প্রাপ্ত প্লাবন কথা। অতঃপর খ্রীঃ পূর্ব সপ্তম শতকে মেসোপটেমিয় ব্যাবিলনীয় মহাকাব্য গিলগামেশ এর মহাপ্লাবন কাহিনী। বিদ্বানের নিকট খুব সম্ভব এই কাহিনী থেকেই শতপথ ব্রাহ্মণের রূপ নিয়েছেন। কিন্তু অধ্যাপক স্বনামধন্য পণ্ডিত Frazer এর মত উদ্ধৃত করে যা উল্লেখ করেছেন সেটি তেমন হয় এখন পর্যন্ত গ্রহণ যোগ্য প্রমাণ। সেখানে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে শতপথ ব্রাহ্মণের কাহিনীর মূলকথা হিন্দু অথবা ব্যাবিলনীয় কোন অজানা প্রাচীনতর হওয়াই সম্ভব এবং উভয় দেশেই মহাপ্লাবন কাহিনী নিজস্ব ধারায় গড়ে উঠেছিল এবং বেড়ে উঠেছিল ইত্যাদি একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়েই।

।অলমতি বিস্তরেণ।